দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 09 SEP 2017
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ১

সাক্ষরতার হার বেড়েছে

আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে উল্লেখ করা হয় বর্তমানে দেশে সাক্ষরতার হার ৭২.৩ শতাংশ– প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক প্রকাশিত ২০১৬ সালের এক তথ্যে এই সাক্ষরতার হার উঠে আসে বলে সাংবাদিকদের জানান। আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবসে এবারের বার্তা 'সাক্ষরতা অর্জন করি, ডিজিটাল বিশ্ব গড়ি।' ৮ সেপ্টেম্বর শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় নাট্যশালার প্রাঙ্গণে দিবসটি উপলক্ষে এক সভার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানটি উদ্বোধন করে মন্ত্রী বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সর্বশেষ চিত্র তুলে ধরে আশা প্রকাশ করেছেন সাক্ষরতার এই হার সরকারের নানামাত্রিক কর্মসূচীতে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে। তার পরেও এখনও ২৭.৭ শতাংশ জনগোষ্ঠীর অক্ষরজ্ঞান নেই। এদের ন্যূনতম অক্ষর জ্ঞানসম্পন্ন করে তুলতে না পারলে দেশের টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয়।

সাক্ষরতা অর্জনের মাধ্যমে মানুষ নিজেকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করতে পারে। শিক্ষার আলো তার সঠিক কর্মপন্থা নির্ণয়ে যুগান্তকারী অবদান রাখে। ব্যক্তি মানুষ সচেতন হয়, সামাজিক অভিশাপ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়। যার যথার্থ প্রভাব পড়ে বৃহত্তর সামাজিক অঙ্গনে। তাছাড়া শিক্ষিত জনগোষ্ঠী অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির চালিকাশক্তি, যা দেশের পুরো প্রবৃদ্ধিকে এগিয়ে নিতে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখে। জন্ম এবং মৃত্যু হারের ওপরও পড়ে ইতিবাচক প্রভাব। বাংলাদেশের সংবিধানেও উল্লেখ করা আছে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতার অভিশাপকে নির্মূল করতে হবে। আর সেই লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার সাক্ষরতার হার বৃদ্ধিতে যথোপযুক্ত ভূমিকা রেখে যাচ্ছে। সমাজের সুবিধাবঞ্চিত গোষ্ঠীর জন্য শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা, জীবনব্যাপী শিক্ষার নতুন মাত্রা তৈরি করা, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষার মানকে যুগোপযোগী করা, দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তুলে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা গ্রহণের মধ্য দিয়ে সাক্ষরতা প্রকল্পের বহুমুখী কার্যক্রম তার নির্দিষ্ট লক্ষ্যে ক্রমান্বয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। এ ছাড়াও যারা বিদ্যালয়ে প্রবেশ করার সুযোগ পায় না কিংবা মাঝপথে ঝরে পড়ার মতো দুর্ভাগ্যের শিকার হয় সেসব শিশুর জন্য বিকল্প শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা। আর এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে 'উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আইন ২০১৪' প্রণীত হয়েছে। নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে কার্যকর শিক্ষা প্রদান করে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর আওতায় সম্পূর্ণ সরকারী অর্থায়নে সাক্ষরতা প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বাংলাদেশের প্রতিটি জেলায় এই প্রকল্পের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। এই প্রকল্পে সাক্ষরতা বলতে শুধু অক্ষরজ্ঞান নয়, পাশাপাশি লিখতে-পড়তে পারা, শব্দ গঠন, সর্বোপরি শিক্ষার যথার্থ মান রক্ষা করাও বিবেচনায় রাখা হয়, যা সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে একটি মানসম্মত অবস্থায় নিতে সরকারী এসব কর্মপ্রক্রিয়ায় নানামাত্রিক উদ্যোগ সংযুক্ত করা হয়েছে। তবে বর্তমানে দেশে বন্যায় যেসব প্রাথমিক বিদ্যালয় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেসব সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা এক্ষেত্রে অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

> শিক্ষার আলো তার সঠিক কর্মপন্থা নির্ণয়ে যুগান্তকারী অবদান রাখে। ব্যক্তি মানুষ সচেতন হয়, সামাজিক অভিশাপ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়

শিক্ষা জাতির মেরুদন্ড। দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের সঙ্গে শিক্ষা নিবিড়ভাবে সংযুক্ত। শিক্ষার আলো ছাড়া অন্ধকার দূরীকরণে আর কোন বিকল্প পথ নেই। সরকার কর্তৃক গৃহীত এসব শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রকল্প সুষ্ঠুভাবে কার্যকর হবে এবং দেশের অগণিত নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে শিক্ষার আলোর পথে তুলে নিয়ে আসবে এটাই সবার প্রত্যাশা।